আধুনিক বাংলা সাহিত্যে দৃষ্টিহীনতা প্রসঙ্গ: চর্চা, অবস্থান ও সমাজমনস্কতার পাঠ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদে
পিএইচ.ডি উপাধি প্রাপ্তির জন্য প্রদত্ত

গবেষণাপত্রের সারসংক্ষেপ

গবেষক

সঞ্জীব রজক

রেজিস্ট্রেশন নম্বর: A00CL1600515

তত্ত্বাবধায়ক

ড. ইন্সিতা হালদার

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা- ৭০০০৩২
২০২৩

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে দৃষ্টিহীনতা প্রসঙ্গ: চর্চা, অবস্থান ও সমাজমনস্কতার পাঠ

প্রস্তাবনা

প্রতিবন্ধকতা হলো একটি সমস্যা। সাধারণভাবে মানুষের কোনো একটি অঙ্গ যদি আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা কার্যক্ষমতা হারায় তাহলে ব্যক্তির এই অবস্থাকে 'প্রতিবন্ধকতা' বলে। এই প্রতিবন্ধকতা যদি শতকরা ৪০ ভাগের বেশী হয় তাহলে চিকিৎসাবিজ্ঞানের পরিভাষায় ওই ব্যক্তিকে 'প্রতিবন্ধী' বলা হয়। প্রতিবন্ধকতার বিভিন্ন ধরণগুলি হলো 'দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী', 'শ্রবণ প্রতিবন্ধী', 'মানসিক' ও বহুবিধ প্রতিবন্ধী ইত্যাদি। প্রতিবন্ধকতার আলোচনায় আমরা দৃষ্টিহীনতাকে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে বিচার করেছি।

দৃষ্টিপ্রতিবন্ধকতা হলো অন্যান্য প্রতিবন্ধকতার মতোয় একটি সমস্যা। প্রাচীন কাল থেকে মানবসমাজে দৃষ্টিহীনদের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। তবে সমাজ ইতিহাসের বিবর্তনের সাথে সাথে প্রতিবন্ধকতার ধারণাও বদলেছে। প্রাচীন কালে পৃথিবীর অনেক দেশে তাদের বেঁচে থাকার অধিকার পর্যন্ত ছিল না। আধুনিক কালে প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা ও পুনর্বাসন সম্পর্কে নতুন করে চিন্তাভাবনা শুরু হয়। প্রাচীন ও মধ্যযুগে প্রতিবন্ধকতাকে দেখা হত ঈশ্বরের অভিশাপ হিসেবে। আধুনিক কালে বিজ্ঞান চর্চার দিনে প্রতিবন্ধকতাকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের একটি সমস্যা হিসেবে দেখা হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে প্রতিবন্ধকতাকে দেখা হয় সামাজিক সমস্যা হিসেবে।

যদিও আমাদের মূল আলোচ্য আধুনিক বাংলা সাহিত্য তবু প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্য পরম্পরা অনুসন্ধান করলে বেশ কিছু প্রতিবন্ধী চরিত্রের দেখা পাওয়া যায়। প্রাচীন ও মধ্যযুগে দেবতা কেন্দ্রীক সাহিত্যচর্চার দিনে পুরাণকার ও মহাকবিগণ বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রতিবন্ধী চরিত্র নির্মাণ করেছেন। প্রতিবন্ধী মানুষের শারীরিক প্রতিচ্ছবি ব্যবহার করেছেন কখনো বিশেষ লক্ষণ বা প্রবণতাগুলিকে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে, কখনো আবার বিশেষ প্রতীক বা ব্যঞ্জনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। *মহাভারত*-এর ধৃতরাষ্ট্র রাজপরিবারের সন্তান হলেও জন্মসূত্রে দৃষ্টিহীন। দৃষ্টিহীনতার কারণে সমাজ তাকে রাজা হওয়ার অধিকার দেয় না। *রামায়ণ* মহাকাব্যের অন্ধক মুনি তপস্যার শক্তিতে বলিয়ান হলেও একমাত্র পুত্রকে হারিয়ে

অসহায়। পঞ্চদশ শতকের কবি বিজয়গুপ্তের *পদ্মাপুরাণ* (আনুমানিক ১৪৯৩ খ্রীঃ)-এর মনসা লিঙ্গগত কারণে নারী আবার দৃষ্টিহীনা। সমাজের উচ্চ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি চাঁদ সওদাগরের সঙ্গে তার অধিকার প্রতিষ্ঠা নিয়ে লড়াই বাধে। সপ্তদশ শতকের কবি দৌলত কাজীর *লোরচন্দ্রাণী* (১৬২১-১৬৩৮ খ্রীঃ) কাব্যে চন্দ্রাণীর স্বামী বামন হওয়ার কারণে তার স্ত্রীকে সুখ ও সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। বড়ু চণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যের আয়ান ঘোষ তার যৌন প্রতিবন্ধকতার কারণে স্ত্রী রাধার কাছে ব্রাত্য হয়েছে।

আমরা আধুনিক বাংলা সাহিত্যে দৃষ্টিহীনদের চর্চা ও অবস্থান নির্ধারণের চেষ্টা করব। দৃষ্টিহীনদের চর্চা ও অবস্থান পর্যালোচনা করার মধ্যে দিয়ে সমাজমনস্কতার অনুসন্ধান করাই এই গবেষণার উদ্দেশ্য। আধুনিক বাংলা সাহিত্য বলতে আমরা একটি নির্দিষ্ট কালপর্বের সাহিত্যকে ধরার চেষ্টা করব। সাধারণভাবে অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের জয়যাত্রা শুরু হয়েছে বলে মনে করা হয়। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সূচনা পর্ব থেকে প্রতিবন্ধীকেন্দ্রীক সাহিত্য ভাবনা লক্ষ্য করা যায়। হয়তো সাহিত্যের প্রয়োজনে আর পাঁচটা চরিত্রের মতো প্রতিবন্ধী মানুষের কথা উঠে এসেছে। এর আড়ালে থাকতে পারে লেখকের অন্য কোনো উদ্দেশ্য বা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির অভিব্যক্তি। বঙ্কিমচন্দ্রের (১৮৩৮-১৮৯৪ খ্রীঃ) *রজনী* (১৮৭৭ খ্রীঃ) উপন্যাসটি প্রতিবন্ধীকেন্দ্রীক সাহিত্য ভাবনার প্রথম উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। *রজনী* উপন্যাসের রজনী দৃষ্টিজনিত প্রতিবন্ধী। লেখক তার ব্যক্তিগত জগৎ, সামাজিক ও ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব, তার জীবন সমস্যার কথা সহৃদয়ভাবে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। এর প্রায় পঞ্চাশ বছর পর ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত অনুরূপা দেবীর (১৮৮২-১৯৫৮ খ্রীঃ) *মহানিশা* (১৯১৯ খ্রীঃ) উপন্যাসে আমরা ধীরা নামের এক দৃষ্টিহীন চরিত্রের দেখা পাচ্ছি। তবে লেখিকা তার চরিত্রের সম্ভাবনা অপেক্ষা সহানুভূতির দিকে গুরুত্ব দিয়েছেন। কোনো কোনো উপন্যাসে দৃষ্টিহীনতাকে নানান প্রতীকী অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের (১৯০৩-১৯৮৬ খ্রীঃ) *তৃতীয় নয়ন* (১৯৩৩ খ্রীঃ) এবং বিমল করের (১৯২১-২০০৩ খ্রীঃ) *পূর্ণ অপূর্ণ* (১৯৮৯ খ্রীঃ) ও সমীর রক্ষিতের *অন্ধজন্মান্ধদের কথা অথবা একটি প্রেমের উপাখ্যান* (২০১৬ খ্রীঃ) এ জাতীয় সাহিত্যের নিদর্শন। তবে এসবের মধ্যেও লেখকদের সমাজমনস্কতা কোনো কোনো ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেছে। ২০১২ সালে প্রকাশিত নীহাররঞ্জন গুপ্তের (১৯১১-১৯৮৬ খ্রীঃ) *লালুভুলু* (২০১২ খ্রীঃ) এবং নন্তু সরকারের (১৯৫০ খ্রীঃ) *আলোক অভিসারে* (১৯৯৪ খ্রীঃ)

উপন্যাসগুলি প্রতিবন্ধীকেন্দ্রীক উপন্যাসের ধারায় ব্যতিক্রমী সৃষ্টি এবং বাংলা উপন্যাসের উজ্জ্বল সংযোজন।

বাংলা ছোটগল্পের ক্ষেত্রে আমরা প্রথম দৃষ্টিহীন চরিত্রের দেখা পাচ্ছি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১ খ্রীঃ) 'দৃষ্টিদান' (১৩০৫) গল্পে। এই গল্পে দৃষ্টিহীন কুমুর কথা উঠে আসছে। তার দৃষ্টিহীনতা কিভাবে দাম্পত্য জীবনে সমস্যা সৃষ্টি করে এবং নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে শেষ পর্যন্ত তার আদর্শবাদী জয়ী হয়েছে সেটাই এই গল্পের মূল উপজীব্য। প্রসঙ্গত বলে রাখা প্রয়োজন যে, কাব্য ও নাটকের ক্ষেত্রে দৃষ্টিহীনতার প্রসঙ্গ প্রথম পাওয়া যাচ্ছে রবীন্দ্র সাহিত্যে। শিশুপাঠ্য *সহজ পাঠ*-এর দৃষ্টিহীনদের পথে পথে গান শুনিয়ে ভিক্ষা করার প্রসঙ্গ রয়েছে। তার *ফাল্গুনী* (১৯১৬ খ্রীঃ) নাটকে অন্ধ বাউল নামে এক চরিত্রের দেখা পাচ্ছি যে, তথাকথিত দৃষ্টিমানদের তুলনায় সজাগ দৃষ্টিসম্পন্ন। 'গান্ধারীর আবেদন' কাব্যনাট্যেও পৌরাণিক ধৃতরাষ্ট্র এবং স্বেচ্ছায় দৃষ্টিহীনতাকে বেছে নিয়েছে এমন এক নারী চরিত্র গান্ধারীর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

রবীন্দ্র উত্তর যুগের কথাকার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯১০-১৯৫৬ খ্রীঃ) দৃষ্টিহীনদের নিয়ে একাধিক গল্প লিখেছেন। তাঁর 'অন্ধের বউ' গল্পে তিনি দেখিয়েছেন, মানুষের জীবনে হঠাৎ দৃষ্টিহীনতা নেমে এলে সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে এই পরিস্থিতি মানিয়ে নিতে ওই ব্যক্তিকে কতখানি সমস্যায় পড়তে হয়। 'আততায়ী' গল্পে কীর্তিবাসের জীবন সামাজিক লাঞ্ছনা ও বঞ্চনার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১ খ্রীঃ) 'তমসা' গল্পের পঙ্ক্তে চরিত্রে দৃষ্টিহীনদের অনুভবের জগৎ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য আলেখ্য রচনা করেছেন। বনফুলের (১৮৯৯-১৯৭৯ খ্রীঃ) 'অজান্তে' ও 'চোখ গেল' গল্প দুটি যেন পরস্পরের পরিপূরক। একটিতে সামাজিক অবহেলা এবং অন্যটিতে প্রেমের কারণে নায়িকার স্বেচ্ছায় দৃষ্টি বিসর্জন। সুবোধ ঘোষের (১৯০৯-১৯৮০ খ্রীঃ) 'চোখ গেল' গল্পটি দৃষ্টিহীনদের নিয়ে লেখা অন্যান্য গল্পের তুলনায় স্বতন্ত্র্য মর্যাদার দাবিদার। সম্ভবত এই গল্পে প্রথম কোনো দৃষ্টিহীন ব্যক্তির সামাজিক, পারিবারিক ও অর্থনৈতিক সক্রিয়তার কথা উঠে এসেছে। সত্যজিৎ রায়ের (১৯২১-১৯৯২ খ্রীঃ) 'গোলকধাম রহস্য'-এর (১৯৮০ খ্রীঃ) নীহার দত্ত চরিত্রটি মানুষের প্রতিশোধ স্পৃহা ও জিঘাংসাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। তার ব্যক্তিজীবনের ব্যর্থতা ও নৈরাশ্য মনস্তাত্ত্বিক কারণ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে, কিন্তু তার

মতো বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর পক্ষে অপরাধীকে হত্যা করার ঘটনা যেমন তার স্মৃতিশক্তি, শ্রবণশক্তি ও স্পর্শশক্তির প্রমাণ দেয়, একইসঙ্গে মানুষ হিসাবে তার মর্যাদা হানি করে। পরবর্তীকালে মহাশ্বেতা দেবীর (১৯২৬-২০১৬ খ্রীঃ) 'কবিপত্নী' গল্পের দৃষ্টিহীন বৃদ্ধ কবি মানবিক অনুভূতিতে সমুজ্জ্বল। এইভাবে বিগত দেড়শো বছরে যেসব গল্পে দৃষ্টিহীনদের কথা উঠে এসেছে তাদের অনেকেই সমাজ ও পরিবারের পক্ষে অকর্মণ্য বোঝা স্বরূপ, আবার কেউ ক্রোধে ও কামনায় অবনত। দু-একটি চরিত্র আবার সজীব, সক্রিয় মানব সত্তার মূর্ত প্রতিনিধি। প্রতিবন্ধকতার বিবর্তনের ধারাগুলি স্মরণে রেখে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে দৃষ্টিহীনদের চর্চা ও অবস্থান যেমন বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে তেমনই লেখকদের সমাজমনস্কতার দিকটিও গুরুত্বের সঙ্গে বিচার করা হয়েছে।

গবেষণা সম্বন্ধীয় প্রশ্ন

কতগুলি সুনির্দিষ্ট প্রশ্নকে সামনে রেখে 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যে দৃষ্টিহীনতা প্রসঙ্গ: চর্চা, অবস্থান ও সমাজমনস্কতার পাঠ' শীর্ষক গবেষণাটি অগ্রসর হবে। সেগুলি হলো -

I. প্রতিবন্ধকতা কী ও কেমন?
II. কীভাবে প্রতিবন্ধী ও অপ্রতিবন্ধী দৃষ্টিকোণ গড়ে ওঠে?
III. সমাজেও সাহিত্যে দৃষ্টিহীনদের অবস্থান কোথায়?
IV. দৃষ্টিহীন চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে সাহিত্যকারগণ কতখানি প্রচলিত মিথ অথবা সমাজমনস্কতার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন?

গবেষণা পদ্ধতি

বাংলা সাহিত্যের সুবিশাল ভাণ্ডারটি অনুসন্ধান করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন লেখক ধরে তাদের রচনাবলী অনুসন্ধান করে দেখা হয়েছে। দৃষ্টিহীন চরিত্র আছে এমন পাঠগুলির তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। তালিকা প্রস্তুতের কাজটি শেষ হলে পাঠগুলি পঠনপাঠন করে তাদের মূল বৈশিষ্ট্য বা বক্তব্যগুলি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। মুল পাঠের কাজটি শেষ হলে উক্ত বিষয়ের ওপর নানান গ্রন্থ বা পত্রপত্রিকায় প্রাপ্ত লেখাগুলি পাঠ ও প্রয়োজনীয় অংশ লিখে রাখা হয়েছে। এরপর দৃষ্টিহীনদের নানান প্রতিষ্ঠান যেমন বিশেষ বিদ্যালয় এবং অন্যান্য অধিকার সুরক্ষা সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে নানান তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রতিবন্ধী ও অপ্রতিবন্ধী মানুষদের মতামত ও সাক্ষাৎকার সংগ্রহ করে তা বিশ্লেষণ করে দেখা হয়েছে।

ভারতীয় সংবিধান ও প্রতিবন্ধী আইনেরসাহায্য নেওয়া হয়েছে। এইভাবে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির সাহায্যে গবেষণাপত্রের রূপরেখা প্রস্তুত করা হয়েছে।

অধ্যায় বিভাজন

এই গবেষণাপত্রের *প্রথম অধ্যায়ে* প্রতিবন্ধকতার সংজ্ঞা ও স্বরূপ নির্ধারণের চেষ্টা করা হয়েছে। সে প্রসঙ্গে প্রতিবন্ধকতা বিচারের নানান মাপকাঠি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। জনচেতনায় প্রতিবন্ধকতার কয়েকটি প্রতিশব্দ হল অন্ধ, অক্ষম, অসুস্থ, অস্বাভাবিক ইত্যাদি। ভাষা ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে আমাদের মনোভাব ফুটে ওঠে। আমরা এই অধ্যায়ে যথাযথ পরিভাষা অনুসন্ধানেরও চেষ্টা করেছি। প্রতিবন্ধকতার শ্রেণী নির্ণয় প্রসঙ্গে দৃষ্টিহীনতার আলোচনা গুরুত্ব পেয়েছে। আইন, চিকিৎসাবিজ্ঞান ও সমাজতাত্ত্বিক দিক থেকে প্রতিবন্ধকতা ও দৃষ্টিহীনতাকে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। সেই আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা প্রতিবন্ধকতা ও দৃষ্টিহীনতার সমাজতাত্ত্বিক এবং বৈজ্ঞানিক কারণগুলি খোঁজার চেষ্টা করেছি। 'প্রতিবন্ধী' থেকে 'প্রতিস্পর্ধী'র তত্ত্ব নির্মাণের চেষ্টা করা হয়েছে। 'প্রতিবন্ধকতা' একটি মানসিক ও শারীরিক সমস্যা। তাই সমস্যা বিচারের তিনটি জিজ্ঞাসা কে, কী ও কেন'র উত্তর খোঁজা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে 'প্রতিবন্ধী' নির্বাচনের পদ্ধতি ও প্রকরণ। 'প্রতিবন্ধীচর্চা থেকে 'প্রতিবন্ধী'দের সমস্যার মূল এলাকাগুলিকেও চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রতিবন্ধকতা প্রসঙ্গে আমরা অক্ষমতা বিদ্যাচর্চার পরিচয় দিয়ে এর মূল বৈশিষ্ট্যগুলিকে নির্ধারণের চেষ্টা করেছি। উক্ত বিষয়টির সংজ্ঞা নির্ধারণের মধ্যে দিয়ে ভারতীয় প্রেক্ষিতে এর প্রাসঙ্গিকতা প্রমাণের চেষ্টা করা হয়েছে। প্রসঙ্গত প্রাচীন ধারণার সঙ্গে অক্ষমতাবিদ্যাচর্চার প্রধান পার্থক্যগুলি আলোচনা করা হয়েছে। অঙ্গহানি ও অক্ষমতা কোথায় আলাদা সামাজিক এবং ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণে তা আলোচনা করা হয়েছে। প্রতিবন্ধকতা বিষয়টির সঙ্গে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কটি বিশ্লেষণ করে একটি বাস্তবসম্মত সামাজিক সমাধান খোঁজার চেষ্টা করেছি।

গবেষণাপত্রের *দ্বিতীয় অধ্যায়ে* দৃষ্টিহীনদের সামাজিক অবস্থান নির্ধারণের উদ্দেশ্যে আমরা শিক্ষা ও পুনর্বাসনের ইতিহাস আলোচনা করেছি। সে প্রসঙ্গে পুরাণ ও কিংবদন্তি থেকে শুরু করে বর্তমান সময়ের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে তাদের অবস্থান বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। দৃষ্টিহীনদের শিক্ষার ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে যেমন লুই ব্রেল (১৮০৯-১৮৫২

খ্রীঃ) ও ব্রেল আন্দোলন গুরুত্ব পেয়েছে পাশাপাশি আমরা সাহিত্য ও সংস্কৃতির জগতে দৃষ্টিহীনদের অবস্থানটি বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করেছি। প্রসঙ্গত দৃষ্টিহীনদের সম্পর্কে প্রাচীন ভারতীয় ও পাশ্চাত্য ধারণা এবং বর্তমান জনমানসের ধারণাগুলি বুঝে নিয়ে সামগ্রিক আলোচনাটি অগ্রসর হয়েছে। আমরা লক্ষ্য করলে দেখতে পাব দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের সামাজিক ও মানসিকভাবে লড়াইয়ের প্রবণতা যার ফলে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের উত্তরণের মূল কারণগুলি অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছি।

গবেষণাপত্রের *তৃতীয় অধ্যায়ে* কাব্য ও নাটকে দৃষ্টিহীনতার প্রসঙ্গ অনুসন্ধান করা হয়েছে। কারণ সাহিত্য সংরূপের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, আধুনিক কথাসাহিত্যের জন্মের অনেক আগেই কাব্য ও নাটকের জন্ম হয়েছে। এই দুটি সাহিত্য মাধ্যমে দৃষ্টিহীনতার প্রসঙ্গ অনুসন্ধান করার পর তাদের উপস্থাপন কৌশল পর্যালোচনা করা হয়েছে। উপস্থাপন কৌশল পর্যালোচনা করার মাধ্যমে সমাজে ও সাহিত্যে দৃষ্টিহীনদের অবস্থান নির্ধারণের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণগুলিকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছি।

গবেষণাপত্রের *চতুর্থ অধ্যায়ে* বাংলা উপন্যাসের উদ্ভব ও বিকাশ এবং তার মূল প্রবণতাগুলি সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ করেছি। এর পর অক্ষমতাবিদ্যাচর্চার মূল বিষয়গুলি সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ করে তার প্রেক্ষিতে বাংলা উপন্যাসে সৃষ্ট দৃষ্টিহীন চরিত্রের সামাজিক, সাহিত্যিক এবং সাংস্কৃতিক অবস্থান নির্ধারণের চেষ্টা করেছি। এই অধ্যায়ে আমাদের অনুসন্ধানে প্রাপ্ত দৃষ্টিহীন চরিত্র আছে এমন উপন্যাসের তালিকা ছকের সাহায্যে দেখানো হয়েছে। সেই চরিত্রগুলি উপন্যাসের কালানুক্রমিক পর্যায়ের কথা স্মরণে রেখে পর্যালোচনা করাহয়েছে। এ জাতীয় চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে লেখকরা কতখানি সমাজে প্রচলিত নানান ধারণা এবং মিথের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন তাও বিচার বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি। সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রশ্নটি সেক্ষেত্রে গুরুত্ব পেয়েছে। মনে করা হয় উপন্যাস সাহিত্যে একটি পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টি বা জীবনের সামগ্রিক ছবি আঁকা হয়। আমরা প্রাপ্ত উপন্যাসগুলি বিচার করার ক্ষেত্রে লেখকদের সেই দৃষ্টিভঙ্গি ধরার চেষ্টা করেছি। শেষপর্যন্ত অক্ষমতা বিদ্যাচর্চার নিরিখে উক্ত উপন্যাস এবং সৃষ্ট চরিত্রগুলি বিশ্লেষণ করে একই সঙ্গে লেখকদের দৃষ্টিভঙ্গি ও সমাজমনস্কতার ছবি যেমন পাওয়া গেছে তেমনই প্রতিবন্ধকতার সাংস্কৃতিক ধারণাটিও ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

গবেষণাপত্রের *পঞ্চম অধ্যায়ে* ছোটগল্পের নিরিখে এদের সাহিত্যিক ও সামাজিক অবস্থান এবং সাহিত্যকারের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি ছোটগল্পের উদ্ভব ও বিকাশ। সে প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে ছোটগল্পের সংজ্ঞা, স্বরূপ শ্রেণী। এরপর বাংলা ছোটগল্পে দৃষ্টিহীন চরিত্রগুলির সাহিত্যিক নিদর্শন তালিকা সুনির্দিষ্ট ছকের সাহায্যে দেখানো হয়েছে। প্রাপ্ত গল্পগুলিকে লেখকদের জন্ম-মৃত্যুর ক্রমানুযায়ী সাজানো হয়েছে। এরপর প্রাপ্ত গল্পগুলির উপর নির্ভর করে বাংলা ছোটগল্পের দৃষ্টিহীন চরিত্রগুলির স্বরূপ, সামাজিক অবস্থান খোঁজা হয়েছে এবং এই স্বরূপ, সামাজিক অবস্থানের পরিচয়ের মধ্যে দিয়ে আমরা খোঁজার চেষ্টা করেছি দৃষ্টিহীন মানুষের জীবনচিত্র আঁকার ক্ষেত্রে লেখক কতখানি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি বা প্রচলিত ধারণার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন? সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের সামাজিক অবস্থান যেভাবে পরিবর্তিত হয়েছে ছোটগল্পে এ পরিবর্তন কতটা ধরা পড়েছে তাও দেখার চেষ্টা করেছি। এ ক্ষেত্রে ছোটগল্প ও উপন্যাসের তুলনার প্রসঙ্গ স্বাভাবিকভাবে এসে পড়ে। উপন্যাসে যেমন রয়েছে বৃহৎ দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিস্তৃত প্রেক্ষাপট তেমনই ছোটগল্প তার সীমিত পরিসরে শিল্পের এক আঁচড়ে জীবনের অমোঘ সত্যকে আবিষ্কার করে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে দৃষ্টিহীন চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে বাংলা কথাসাহিত্য ও চলচ্চিত্রের একটি তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। আমরা জানি যে সিনেমা ও সাহিত্য পরস্পরের পরিপূরক। বহু ক্ষেত্রে একে অপরের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। সাহিত্য ও সিনেমা দুটি আলাদা শিল্পমাধ্যম হলেও এই দুয়ের যোগাযোগের সূত্রটি খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে। দৃষ্টিহীন চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে সিনেমা সাহিত্যের তুলনায় কত দূর অগ্রসর হয়েছে তা গুরুত্বের সঙ্গে বিচার করা হয়েছে।

উপসংহার

গবেষণাপত্রের পরিশেষ অধ্যায়ে সামগ্রিকভাবে গবেষণা সন্দর্ভটির মূল্যায়ন করা হয়েছে। মূলত কলকাতার প্রতিবন্ধী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানগুলিকে ক্ষেত্রসমীক্ষার অঞ্চল হিসেবে ধরে নিয়ে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে প্রতিবন্ধী বিষয়ে মানসিকতার উপর চর্চা করা হয়েছে। দৃষ্টিহীনদের সঙ্গে অন্যান্য প্রতিবন্ধীদের তুলনামূলক আলোচনা ও দৃষ্টিহীনদের দৃষ্টিকোণের নিরিখে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ধারণার উপস্থাপনা কৌশল, চরিত্র নির্মাণ

শৈলী, অভিপ্রায়, মানসিকতা ইত্যাদি বিষয়গুলি আলোচনা করা হয়েছে। সে প্রসঙ্গে মূল্যায়ন থাকবে এই অধ্যায়ে। সামাজিক অবদমনের ফলে প্রতিবন্ধীরা কীভাবে কুক্ষিগত হয় তা আলোচনা করা হয়েছে। এই থেকে একটি প্রধান প্রতিবন্ধীদের উত্তরণ অন্য সমপর্যায়ে প্রতিস্পর্ধীদের ক্ষেত্রে সম্ভাবনার পথ কতটা সুগম করে, তা দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের লড়াই করার সম্ভাবনাময় রাস্তার খোঁজ করাই এই গবেষণার উদ্দেশ্য। তথ্য ও তত্ত্বের সংমিশ্রণে সামগ্রিক গবেষণাপত্রটি যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্তের দিকে এগিয়েছে। এর আরো একটি তাৎপর্য হলো প্রতিবন্ধী দৃষ্টিকোণ যেমন গুরুত্ব পেয়েছেতেমনই তথাকথিত 'প্রতিবন্ধী' ও 'অপ্রতিবন্ধী' মানসিকতার বিচার-বিশ্লেষণ গুরুত্ব পেয়েছে। শেষ পর্যন্ত প্রতিবন্ধী মানুষরা প্রতিবন্ধকতার সীমানা অতিক্রম করে ব্যক্তি সীমানা থেকে শ্রেণী বা সম্প্রদায়গত চেতনার পথে কত দূর অগ্রসর হয়েছে তাও দেখার চেষ্টা করেছি।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে দৃষ্টিহীনতা প্রসঙ্গ: চর্চা, অবস্থান ও সমাজমনস্কতার পাঠ শীর্ষক যে গবেষণা প্রকল্প গৃহীত হয়েছিল তার উপসংহারে কতগুলি সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর চেষ্টা করা হয়েছে। প্রতিবন্ধকতার আলোচনা থেকে দেখা গেছে যে, এটি একটি জাতপাত, লিঙ্গবৈষম্যের মতো সামাজিক সমস্যা। আবার বিশেষত দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীরা ভৌগোলিক দিক থেকে না হলেও সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে প্রান্তবর্গের অন্তর্গত হতে পারে। একথা বলা যেতে পারে প্রতিবন্ধকতা বিষয়টি বহুমাত্রিক। শুধুমাত্র শারীরিক বা মানসিক সমস্যার দিক থেকে নয় সামাজিক, ও সাংস্কৃতিক দিক থেকেও বিষয়টিকে দেখা যেতে পারে।

বাংলা সাহিত্যে প্রাপ্ত দৃষ্টিহীন চরিত্রগুলি বিশ্লেষণ করে একথা বলা যেতে পারে সময়ের সাথে দৃষ্টিহীনদের সামাজিক অবস্থান যতখানি বদলেছে তাদের সাহিত্যে অবস্থান ঠিক ততখানি বদলায়নি। আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডে দৃষ্টিহীনদের অংশগ্রহণের বিষয়টি বহুলাংশে উপেক্ষিত থেকে গেছে। তবে লেখকদের মধ্যে কেউ কেউ সচেতনভাবে দৃষ্টিহীন চরিত্র নির্মাণ করেছেন। রজনী ও কুমুর জীবনযন্ত্রণা যেভাবে বাংলা সাহিত্যে উপস্থাপন করা হয়েছে তা লেখকদের সমাজমনস্কতাকে মনে করিয়ে দেয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে লেখকরা নানান প্রচলিত মিথের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। তারাশঙ্করের পঙ্খে, জন প্রভৃতি চরিত্রে

দৃষ্টিহীনতা ও সংগীতবিদ্যার মিথকে ব্যবহার করা হয়েছে। কোথাও আবার দৃষ্টিহীনতাকে বিশেষ প্রতীকী অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্ধ বাউল, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের মিহির, সমীর রক্ষিতের পবন শেষ পর্যন্ত হয়ে উঠেছে প্রতীক বা তত্ত্বচরিত্র। তবে বাংলা চলচ্চিত্রে দৃষ্টিহীনরা ক্রমশ সামাজিক মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপঞ্জি

আচার্য, অনিল (সম্পা)। *সত্তর দশক* (দ্বিতীয় খণ্ড)। অবভাস: কলকাতা। ১৯৭০।

আচার্য, অনিল (সম্পা)। *সত্তর দশক* (প্রথম খণ্ড)। অবভাস: কলকাতা। ১৯৬৬।

আচার্য, দেবেশ কুমার। *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস* (আধুনিক যুগ, ১৯৫০-২০০০)। ইউনাইটেড বুক এজেন্সি: কলকাতা। ২০১০।

কর, বিমল। *পূর্ণ অপূর্ণ*। আনন্দ পাবলিশার্স: কলকাতা। ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ।

গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ। *সাহিত্যে ছোটগল্প*। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লি: কলকাতা ১৪১৬ বঙ্গাব্দ।

গঙ্গোপাধ্যায়, পার্থজিৎ। *নির্বাচিত একশো গল্প*। সাহিত্যতীর্থ: কলকাতা। ২০০৪।

গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল (সংকলন ও সম্পাদনা)। *বাংলা গল্পসংকলন* (চতুর্থ খণ্ড)। সাহিত্য আকাডেমি: নতুন দিল্লি। ২০০৯।

গুপ্ত, ক্ষেত্র। *বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস* (তৃতীয় খণ্ড)। গ্রন্থনিলয়: কলকাতা। ১৯৫১।

গুপ্ত, নীহাররঞ্জন। *লালুভুলুও বাদশা*। মিত্র ঘোষ পাবলিশার্স: কলকাতা। ১৪১৮ বঙ্গাব্দ।

ঘোষ, তপোব্রত। *যে ভাবে বঙ্কিম পড়ি*। তবু প্রকাশনী: কলকাতা। ২০০৫।

ঘোষ, তপোব্রত। *রবীন্দ্র-ছোটগল্পের শিল্পরূপ*। দে'জ পাবলিশিং: কলকাতা। ২০১০।

ঘোষ, বিশ্বজিৎ। *বাংলা কথাসাহিত্য পাঠ*। বাংলা আকাডেমি: ঢাকা। ২০০২।

ঘোষ, বিশ্বজিৎ। *বাংলাদেশের সাহিত্য*। আজকাল :ঢাকা। ২০০৯।

ঘোষ, সুবোধ। *গল্পসমগ্র ১* । আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি: কলকাতা। ১৯৯৪।

চক্রবর্তী (লাহিড়ী), ডঃ ভাস্বতী। *সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে বাংলা ছোটগল্প* ১৯৪০-৫০। দে'জ পাবলিশিং: কলকাতা। ২০০৩।

চক্রবর্তী, রংগন। *বিষয় বিশ্বায়ন*। এবং আলাপ: কলকাতা। ২০০৫।

চৌধুরী, জেসমীন, নাজমা। *বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি*। চিরায়ত প্রকাশনী: কলকাতা। ১৯৮৩।

চৌধুরী, ভূদেব। *ছোটগল্পের কথা*। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাডেমি: কলকাতা। ২০০০।

চৌধুরী, ভূদেব। *বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার*। মডার্ন বুক এজেন্সী: কলকাতা। ২০১১।

চট্টোপাধ্যায়, কুন্তল। *সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*। রত্নাবলী: কলকাতা। ১৯৯৫।

চট্টোপাধ্যায়, তপনকুমার। *আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*। প্রজ্ঞাবিকাশ: কলকাতা। ২০১১।

চট্টোপাধ্যায়, পার্থ। ভদ্র, গৌতম। *নিম্নবর্গের ইতিহাস* । আনন্দ পাবলিশার্স: কলকাতা। ১৯৯৮।

চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম। *বঙ্কিম রচনাবলী* প্রথম খণ্ড। কামিনী প্রকাশালয়: কলকাতা। ১৯৯১।

চন্দ, সোমেন। *মুহূর্ত কথা*। পারুল প্রকাশনী: কলকাতা। ২০২০।

জামান, সুলতানা সারয়াতারা। নন্দ, বিষ্ণুপদ। *ব্যতিক্রমধর্মী শিশু*। মাওলা ব্রাদার্স: ঢাকা। ২০০৫।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *আধুনিক সাহিত্য* । 'সঞ্জীবচন্দ্র'। বিশ্বভারতী প্রকাশনী: কলকাতা। ১৯৩৮।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *গল্পগুচ্ছ* । বিশ্বভারতী: কলকাতা। ১৩০৯।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *ছিন্ন পত্রাবলী* । বিশ্বভারতী: কলকাতা। ১৪১১।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *সঞ্চয়িতা* । বিশ্বভারতী: কলকাতা । ১৩৩৮।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *সহজ পাঠ দ্বিতীয় ভাগ, রবীন্দ্র রচনাবলী* পঞ্চদশ খণ্ড। বিশ্বভারতী: কলকাতা। ১৩৯৮।

ডেভিস, জে. লেনার্ড। *দ্য ডিজ্যাবিলিটিস স্টাডিস রিডার* । রুটলেজ টেলোর অ্যান্ড ফ্র্যান্সিস গ্রুপ: লন্ডন। ২০০৬।

দাস, শিশির কুমার। *বাংলা ছোটগল্প* (১৮৭৩-১৯২৩)। দে'জ পাবলিশিং: কলকাতা। ২০০৭।

দে, বেলা। *বিশ্ববন্দিত প্রতিবন্ধী* । এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড: কলকাতা। ২০০৯।

দেবী, অনুরূপা। *মহানিশা*। মিত্রালয় : কলকাতা। ১৯১৯।

দত্ত, বীরেন্দ্র। *বাংলা ছোটগল্প: প্রসঙ্গ ও প্রকরণ* (প্রথম খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ড)। পুস্তকবিপণি: কলকাতা। ২০০৯।

নন্দ, বিষ্ণুপদ ও ঘোষ, সনৎ কুমার। *বিশেষ শিক্ষার ইতিহাস*। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়: কলকাতা। ২০০৯।

বক্সি, পাঁচুগোপাল। *মহাকাব্যে ও পুরাণে প্রতিবন্ধীচেতনা* । পুনশ্চ: কলকাতা, ২০০৮।

বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিত কুমার। *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত*। মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রা: লি: কলকাতা। ১৯৬৬।

বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর। *রচনাবলী, অষ্টাদশ খণ্ড, ভুবনপুরের হাট*। মিত্র ঘোষ পাবলিশার্স: কলকাতা। ১৩৭১।

বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর। রচনাবলী, *কান্না*। ১৩৭১।

বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ। *বিভূতিভূষণ রচনাবলী* (নবম খণ্ড)। মিত্র ও ঘোষ: কলকাতা। ১৪০৪।

বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক। *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র* চতুর্থ খণ্ড। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাডেমি। ১৯৯৯।

বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক। *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র* তৃতীয় খণ্ড। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাডেমি। ১৯৯৯।

বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক। *লেখকের কথা*। নিউ এজ পাবলিশার্স প্রা. লি: কলকাতা। ১৯৫৭।

বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার। *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*। মডার্ণ বুক এজেন্সী: কলকাতা। ২০১৯-২০২০।

বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার। *রবীন্দ্র-সৃষ্টি-সমীক্ষা* । ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী : কলকাতা। ২০১০।

বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ। *বাংলা উপন্যাস: দ্বান্দ্বিক দর্পণ*। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাডেমি: কলকাতা। ১৯৯৬।

বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ। *বাংলা উপন্যাসে কালান্তর*। দে'জ পাবলিশিং: কলকাতা। ২০০৩।

বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ। *বঙ্গীয় শব্দকোষ* (প্রথম খণ্ড)। সাহিত্য আকাডেমি: নতুন দিল্লি। ২০০৪।

বলাইচাঁদ, মুখোপাধ্যায়। *রচনাবলী প্রথম খণ্ড* । গ্রন্থালয় প্রা. লি.: কলকাতা। ১৯৭৩।

বসু, বুদ্ধদেব। *প্রবন্ধ সংকলন*। দে'জ পাবলিশিং: কলকাতা। ১৯৮৩।

ভট্টাচার্য, তপোধীর। *পুঁড়য়ার ছোটগল্প*। অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ: মেদিনীপুর। ২০০৫।

ভট্টাচার্য, ফাল্গুনী। *বাংলা সাহিত্যে প্রতিবন্ধী চরিত্র*। জনকল্যাণ পরিষদ: কলকাতা। ২০০৫।

ভট্টাচার্য, ফাল্গুনী। *সাহিত্য ও সিনেমায় প্রতিবন্ধী*। পরম্পরা: কলকাতা। ২০১১।

মুখোপাধ্যায়, অরুণ। *কালের পুত্তলিকা*। দে'জ পাবলিশিং: কলকাতা। ২০১০।

মুখোপাধ্যায়, অরুণ। *সাহিত্যসন্ধান*। সাহিত্যবিহার: কলকাতা। ১৯৮৮।

মুখোপাধ্যায়, তরুণ কুমার। *বাংলা কথাসাহিত্য-জিজ্ঞাসা*। দে'জ পাবলিশিং: কলকাতা। ২০০৪।

মুখোপাধ্যায়, ধ্রুবকুমার। *বাংলার সমাজ সংস্কৃতি ও নানা আন্দোলনের ইতিকথা*। প্রজ্ঞাবিকাশ: কলকাতা বইমেলা। ২০২০।

মুখোপাধ্যায়, রামকুমার (সংকলন ও সম্পা)। *কথাযাত্রা: বাংলা গল্প সংকলন*। ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া: নয়া দিল্লি। ২০১০।

মিত্র, অরুণ। *ফরাসী সাহিত্য প্রসঙ্গে*। প্রমা প্রকাশনী: কলকাতা। ২০০৫।

----------	----------
SANJIB RAJAK	DR. EPSITA HALDER
Signature of Researcher	Signature of Supervisor
Date:	Date:
Place:	Place: